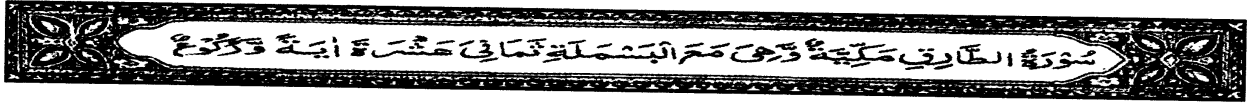


সূরা আত্ তারেক-৮৬ (হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসঙ্গ

মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ সকলেই এ সূরার অবতীর্ণ হওয়ার কাল নবুওয়তের প্রাথমিক বৎসরগুলোতে নির্ধারণ করেছেন। ইউরোপের প্রাচ্যবিদগণের মধ্যে নলডিকি ও মুইর এ একই অভিমত পোষণ করেন। এ সূরাতে এসে সূরা আল ইনফিতার দ্বারা আরম্ভ সূরা-মালা শেষ হয়েছে। এ সূরাগুলোর প্রত্যেকটির উদ্বোধনী আয়াত একভাবে বা অন্যভাবে শেষযুগে আগমনকারী ঐশী সংস্কারকের দাবীর স্বপক্ষে যুক্তি উত্থাপন করেছে (মধ্যবর্তী সূরা আল মুতাক্ফেফীন, যার প্রারম্ভিক আয়াত ভিন্ন ধরনের, তা সূরা আল ইনফিতার-এরই অংশ)। সূরা আল ইনফিতারে এবং তৎপরবর্তী সূরাগুলোতে যে বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছিল তা এ সূরায় এসে সমাপ্ত হয়েছে। এ সূরা পূর্ববর্তী সূরাগুলো ও পরবর্তী সূরাগুলোর মধ্যে 'বরযখ' এর (মধ্যবর্তী স্থানের) কাজ করেছে। তবে এ সূরাতে নূতন বিষয়ও শুরু হয়েছে।



সূরা আত্ তারেক-৮৬

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ১৮ আয়াত এবং ১ রুকু

১। আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (৩) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। কসম আকাশের ও শুকতারার^{৩৩৬}।

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ②

৩। আর তোমাকে কিসে জানাবে, শুকতারা কী?

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ③

৪। (এ এক) অতি উজ্জ্বল নক্ষত্র^{৩৩৭}।

النَّجْمُ الثَّاقِبُ ④

৫। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অবশ্যই একজন তত্ত্বাবধায়ক (নির্ধারিত) রয়েছে।

إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ⑤

৬। সুতরাং মানুষের চিন্তা করা উচিত তাকে কি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ⑥

৭। তাকে এক সবেগে নির্গত পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে^{৩৩৮},

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ⑦

৮। যা পিঠ ও পাজরের মাঝ দিয়ে বের হয়^{৩৩৮-ক}।

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ⑧

৩৩৬। এ আয়াতে শুকতারা বলতে নবী করীম (সাঃ) এর প্রতিনিধি হিসাবে যিনি শেষ যুগে ইসলামের অন্ধকার রাত্রি-শেষের উষালগ্নে আবির্ভূত হয়ে ইসলামের বিজয় ও বিস্তারের কাজ শুরু করবেন তাঁকে বুঝিয়ে থাকবে। তফসীরকারদের অনেকে মনে করেন, মহানবী (সাঃ) স্বয়ংই সেই শুকতারা যিনি বিশ্বের এক মহা অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে উদ্ভূত হয়ে উষার আলো বিতরণের মাধ্যমে জগতকে উদ্ভাসিত করেছিলেন।

৩৩৭। আল্লাহ তাআলা ‘শুকতারা’ অর্থাৎ মহানবী (সাঃ) এর প্রতিনিধিকে সর্বক্ষেত্রে রক্ষা করবেন। তদুপরি তিনি রক্ষা করবেন উজ্জ্বল নক্ষত্রকে অর্থাৎ স্বয়ং মহানবী (সাঃ)কেও।

৩৩৮। মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির গতি উঠানামা করে যেভাবে বীর্ষ সবেগে বের হয় ও পড়ে।

৩৩৮-ক। কুরআনের একটা সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য হলো, এটা কঠোর ও শ্রুতিকটু শব্দ ব্যবহারের পরিবর্তে পরিমার্জিত ও রুচিসম্মত ভাষায় ভাব প্রকাশ করে। এখানে ‘পিঠ ও পাজরের মাঝ দিয়ে’ এমনি ধরনের একটি মার্জিত প্রকাশ। উপযুক্ত স্থান-বিশেষে কুরআন এরূপ প্রকাশ-ভঙ্গি দ্বারা কঠিন বিষয়কেও কোমল করে তুলে। আয়াতটির তাৎপর্য এ হতে পারে যে মানুষের জন্ম হয় পিতার পিঠ ও পাজরের মাঝ দিয়ে বের হওয়া পানি দ্বারা এবং সেই শিশু মায়ের স্তন হতে পুষ্টি আহরণ করে। মানুষকে এমন একটি তরল পদার্থ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে যা দ্রুততার সাথে নির্গত হয়ে পতিত হয়- এ কথা বলার তাৎপর্য হলো, মানুষকে এমন প্রাকৃতিক গুণাবলী ও উপাদানসহ সৃষ্টি করা হয়েছে যে সে দ্রুত উন্নতি করতে পারে। কিন্তু একইভাবে সে নিম্ন থেকে নিম্নতর স্তরেও পতিত হতে পারে, যদি না সে আল্লাহ-প্রদত্ত শক্তিনিচয়ের সঠিক ও উপযুক্ত ব্যবহার করে। মোটামুটিভাবে আয়াতটির অর্থ হলো, মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অবনতি, উত্থান ও পতন, একটির পর অপরটি ঘটতেই থাকে, যেমন বীর্ষ তীব্র গতিতে বের হয় ও পড়ে।

৯। *নিশ্চয়ই তিনি তাকে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম।

إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ①

১০। *যেদিন গোপন বিষয়াদি প্রকাশ করা হবে

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ②

১১। তখন (বিপদ দূর করার) তার কোন ক্ষমতাই থাকবে না
এবং (তার) কোন সাহায্যকারীও (থাকবে না)।

فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ③

★ ১২। বার বার ফিরে আসা (বর্ষণশীল) আকাশের কসম

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ④

১৩। এবং উদ্ভিদ উৎপন্নকারী মাটির (কসম) ৩৩১৯-ক

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ⑤

১৪। নিশ্চয়ই এ (কুরআন) এক চূড়ান্ত মীমাংসাকারী বাণী।

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَضْلٌ ⑥

১৫। আর এটা মোটেই কোন অর্থহীন বাণী নয়।

وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ⑦

★ ১৬। নিশ্চয় *তারা এক গভীর চক্রান্ত করছে।

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ⑧

★ ১৭। আর আমিও এক পাল্টা পরিকল্পনা করবো।

وَآكِيدُ كَيْدًا ⑨

[১৮] ১৮। *অতএব তুমি অস্বীকারকারীদের অবকাশ দাও। (হ্যাঁ)
১৯ তাদেরকে আরও কিছু সময়ের অবকাশ দাও। ৩৩১৯-ক

فَمَهْلِ الْكَافِرِينَ آمَهُلَهُمْ رُؤَيْدًا ⑩

দেখুন : ক. ৪৬ঃ৩৪ খ. ১০ঃ৩১ গ. ৫২ঃ৪৩ ঘ. ৬৮ঃ৪৬; ৭৩ঃ১২।

৩৩১৯। এ আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াতের অর্থ হলো, যে বৃষ্টির পানির উপর পৃথিবীর শ্যামলিমা ও ফসলাদি বহুলাংশে নির্ভর করে তা আকাশ থেকে আসে এবং বৃষ্টির পানি না আসলে পৃথিবীস্থ পানিও ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হয়ে যায়। তেমনি মানুষের যুক্তি-জ্ঞানের পবিত্রতা ও শক্তি আপনাপনি হারিয়ে যায় যখন এর সাথে ঐশী বাণীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

★[‘আস্ সাদ’উ’ অর্থ মাটির উদ্ভিদ (আল্ আকরাব)। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবো’ (রাহে:) কর্তৃক উদ্ভূতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দষ্টব্য)]

৩৩১৯-ক। আয়াতটির মর্ম হলো : কাফিরদেরকে সময় দেয়া হয়, যাতে তারা তাদের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য সর্বশক্তি ও সর্ব সম্পদ ইসলাম ও মহানবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধে নিয়োজিত করার সুযোগ পায়। এতদসত্ত্বেও পরিণামে ইসলামই জয়যুক্ত হবে। তাদের সকল প্রচেষ্টা, সকল ষড়যন্ত্র ও সকল শক্তি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এবং দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত হবে, ইসলাম আল্লাহ্ প্রেরিত ধর্ম এবং এর সাথে আল্লাহ্ সাহায্য বর্তমান।